Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ম প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে চৈত্র বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 11th April 1962 { ৪৬শ সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

দুর্নীতির মুরুব্বী জোর

—•—

"দুর্নীতিতে দেশ ভ'রে গেল, এই সব ঘুষখোর তস্করের দলকে নির্ম্মূল না করতে পারলে দেশের মঙ্গল নাই।" কথাটা প্রায় লোকের মুখেই শোনা যায়। কে এই দুর্নীতিপরায়ণদের নির্ম্মূল করিবে? সরকার এই কাঙাল দেশের বহু টাকা ব্যয় করিয়া এক দুর্নীতিদমন বিভাগে অনেক নীতিবানকে পুষিতেছেন। আজ প্রায় পনর বৎসর হইতে নেহেরু সরকার এই গণতান্ত্রিক দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। নেহেরুজী দুর্নীতির উপর এমন খড়্গহস্ত ছিলেন যে—তিনি যখন পরাধীন ছিলেন, তখন প্রায় বচনের পাঁয়তারা করিতেন—যদি হাতে ক্ষমতা পান তবে এই সব অপরাধীকে নিকটস্থ লাইট পোষ্টে (আলো দেওয়া খুঁটিতে) ফাঁসিতে লটকাইবেন। পূর্ণ ক্ষমতা তো তাঁরই হাতে। যদি কেহ বলে—"রাষ্ট্রপতি আছেন, আইন সভা আছে। নেহেরু কি করিবেন?" ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্য-সরকারগুলির রাজ্যপালদের দেখিলে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দাবাখেলার রাজার কথা মনে হয়—রাজা কিস্তি দিবার আগে একবারমাত্র আড়াই পদ চলে, তারপর সামনাসামনি হোক বা কোণাকুণি হোক এক ঘরের বেশী চলে না। মন্ত্রী সামনাসামনি বা কোণাকুণি যতদূর ইচ্ছা চলিতে পারে। প্রায় রাজ্যেই আইনসভা তো প্রধান মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে। তবুও দুর্নীতি দমনের কোনও উপায় নেহেরুজী করতে পারলেন না।

যদিও কোনও সদস্য সত্যিকার একটা উপায় বাতলাইবার চেষ্টা পান, তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া ঠোঁট চাটিতে বাধ্য হন।

তাঁহার প্রস্তাব—দায়িত্বশীল ও উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারিগণের ধনসম্পত্তি, ব্যক্তিগত অর্থ ও বিত্ত সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাকরী প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের দৌলতের পরিমাণ কি ছিল এবং চাকরী প্রাপ্তির পরে তাহার পরিমাণ কি হইয়াছে, তাহার হিসাব লইতে হইবে। প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত, ও সময়োপযোগী কার্য্যকরী। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে দুর্নীতির হদিস বা সন্ধান পাওয়া যাইত। সরকার পক্ষ হইতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি মাঠে মারা যায় অর্থাৎ অগ্রাহ্য হয়। দুর্নীতির মুরুব্বী যে কত বেশী তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্নীতি কে বন্ধ করিবে! আমরা ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি—দুটি ছবি একটি ঔষধ সেবনের পূর্ব্বাবস্থা একটি সেবনের পরাবস্থা। অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা প্রায় দেখি চাকরী পাইবার আগেকার কোটের বোতাম চাকরী পাওয়ার ছ'মাস পরে আর লাগা যায় না। মাঝে ৪ আঙ্গুল ফাঁক থাকে। এ চোর সরকার না ধরিলেও প্রকৃতি দেবী তাহার অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে মেদ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। মুরুব্বীরা ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই।

সিমেন্ট লাইসেন্স পুনর্বীকরণ

১৯৬১-৬২ সালের জন্য সিমেন্টের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের নিমিত্ত আবেদনপত্র গৃহীত হইবার শেষ তারিখের মেয়াদ ১৯৬২ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বল এলাকার যে সকল লাইসেন্সধারী ব্যক্তি ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ্চে বা উহার পূর্ব্বে দরখাস্ত পেশ করেন নাই তাঁহাদের পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্যে পুরাতন লাইসেন্স সহ নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে ৫০ টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে। এই দরখাস্ত বর্ধিত মেয়াদের দিনের মধ্যে যথাক্রমে কলিকাতার ১১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটস্থ পশ্চিমবঙ্গের ভোগ্যপণ্য অধিকর্তা এবং মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ) এর নিকট পাঠাইতে হইবে। বর্ধিত মেয়াদের দিনের পরে পুনর্নবীকরণের জন্য আর কোনও আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবে না। উপরোক্ত অফিস সমূহ হইতে নির্দ্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে।

—প্রেসনোট

ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

গত ২৬শে চৈত্র সোমবার দুপুরে এখানে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হওয়ায় আম ও লিচু ফলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মিঞাপুরের ও আইলেরউপর গ্রামের কয়েকখানি ঘরের টিন উড়িয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছে। রঘুনাথগঞ্জে একটী নারিকেল গাছ পড়িয়া একটী ইলেকট্রিকের খুঁটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গাছ পড়ার জন্য ইলেকট্রিক লাইনে বেগে ধাক্কা লাগায় 'পণ্ডিত প্রেসে'র দ্বিতল ঘরের দেওয়ালের কয়েকখানি ইট ধসিয়া গিয়াছে। ঐ দেওয়ালে ইলেকট্রিক খুঁটির সহায়ক তার গাঁথা ছিল।

শোক সংবাদ

সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মধ্যম পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ সেন গত ২৪শে চৈত্র শনিবার শেষ রাত্রে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। কালনার কবিরাজ বংশের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণতম ছিলেন। সে কালের ক্রীড়া জগতে তিনি নেপী সেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, অতিথি বৎসল ও সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি দুই পুত্র ও পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুদিন পূর্ব্বে হাতের শাঁখা ও সিঁথির সিঁদুর লইয়া কাম্যধামে গমন করিয়াছেন। পিতৃ বিয়োগের পর মাতৃদেবীর বৈধব্য বেশ ভাগ্যহীন পুত্রগণের পক্ষে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক দৃশ্য। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের এই দৃশ্য দেখিতে হইল না। ইহাও মহাগুরু নিপাতের শোকে সান্ত্বনা। আমরা নৃপেন্দ্রনাথের বিয়োগবিধুর স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গোমাতার দুঃখ

—o—

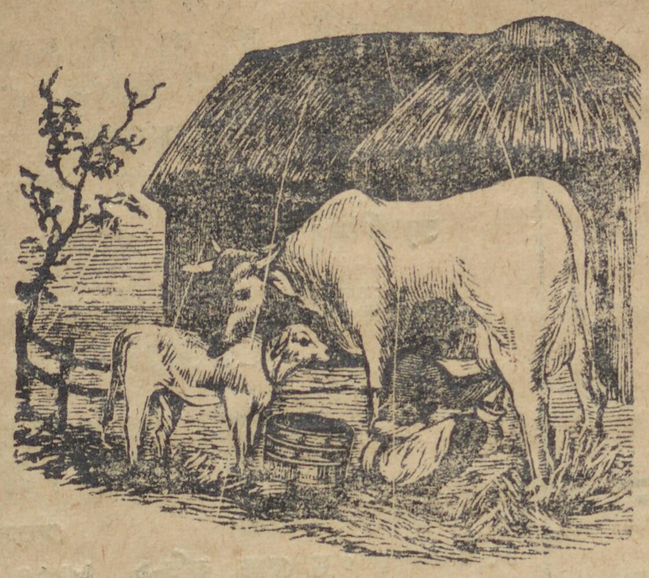

দোহ বাপ! দোহ
দিবানিশি মোরে
বেঁধে রেখে মোর বৎসরে।

আমার বংশ
করিও ধ্বংস
যেন বৎসরে বৎসরে।

ঘাস খেতে দাও
ক্ষীরটুকু নাও
বাছুরে রাখি অভুক্ত।

ইহার বদলে
ছুরি দিয়া গলে
গো জন্মে করিও মুক্ত।

মোর পুত্র যারা
হাল টানে তারা
বোঝাই গাড়ীটা টানে।

তোমরা মশাই
সবাই কসাই
তিলে তিলে মার প্রাণে।

দুধটুকু খাও
গাড়ীও টানাও
লাগাও লাঠির গুতো!

বলিহারী দোস্ত্
খাও শেষে গোস্ত্
চামড়ায় করো জুতো।

হিন্দুদের বাণী
করোনা কোরবাণী
ইস্লাম ভায়া তুমি।

হিন্দু জমিদারে
প্রজা বিলি করে
যতেক গোচর ভূমি।

গলে ছুরি দিয়া
মারিছে ইস্লাম
তিলে তিলে মারে হিন্দু।

হিঁদু-মুসলমান্
দু'জনে সমান
দয়া নাই এক বিন্দু।

মনোহর কহানিয়াঁর প্রচার বন্ধ

কলিকাতার ১৬৩ মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ অশোক পুস্তক মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত "মনোহর কহানিয়াঁ" নামে পুস্তকে ধর্ম্মগুরু মহম্মদ রূপে ধারণা উৎপাদনকারী এক চিত্রসহ "মহম্মদ সাহিব কে আঁসু" নামক যে গল্প প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মগুরু মহম্মদরূপে ধারণা উৎপাদনকারী চিত্র যে মুসলমানগণের ধর্ম্মানুভূতিকে আহত করিতে পারে সরকার সে বিষয়েও অবহিত। যাহা হউক সরকার সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতে চান যে, উক্ত পুস্তকের প্রকাশক লিখিতভাবে সরকারকে জানাইয়াছেন যে, মুসলমানদের ধর্ম্মানুভূতিকে আঘাত করার বা ধর্ম্মগুরুর অমর্য্যাদা করার কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞতাবশত কৃত এই ভুলের জন্য গভীরভাবে দুঃখিত, উক্ত পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঐ পুস্তকের অবিক্রীত যাবতীয় কপি সরকারের কাছে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং প্রকাশকগণ আলোচ্য আখ্যানটিকে ঐ পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে বর্জন করিবেন। ১৯৬২ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের আজাদ হিন্দ্ এবং রোজানা হিন্দ্—এর নিকট এই মর্ম্মে প্রকাশকদের লিখিত পত্রগুলির প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

—প্রেসনোট

খুনের দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ সুতী থানার সাদিকপুর গ্রামের জগন্নাথ দাসকে খুনের দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামী তাহার জনৈক নিকট আত্মীয়কে হাতুয়ার আঘাতে খুন করে। বাড়ীর সংলগ্ন কোনও জমির বেড়া লইয়া আসামীর মৃত ব্যক্তির সহিত বিরোধ ছিল।

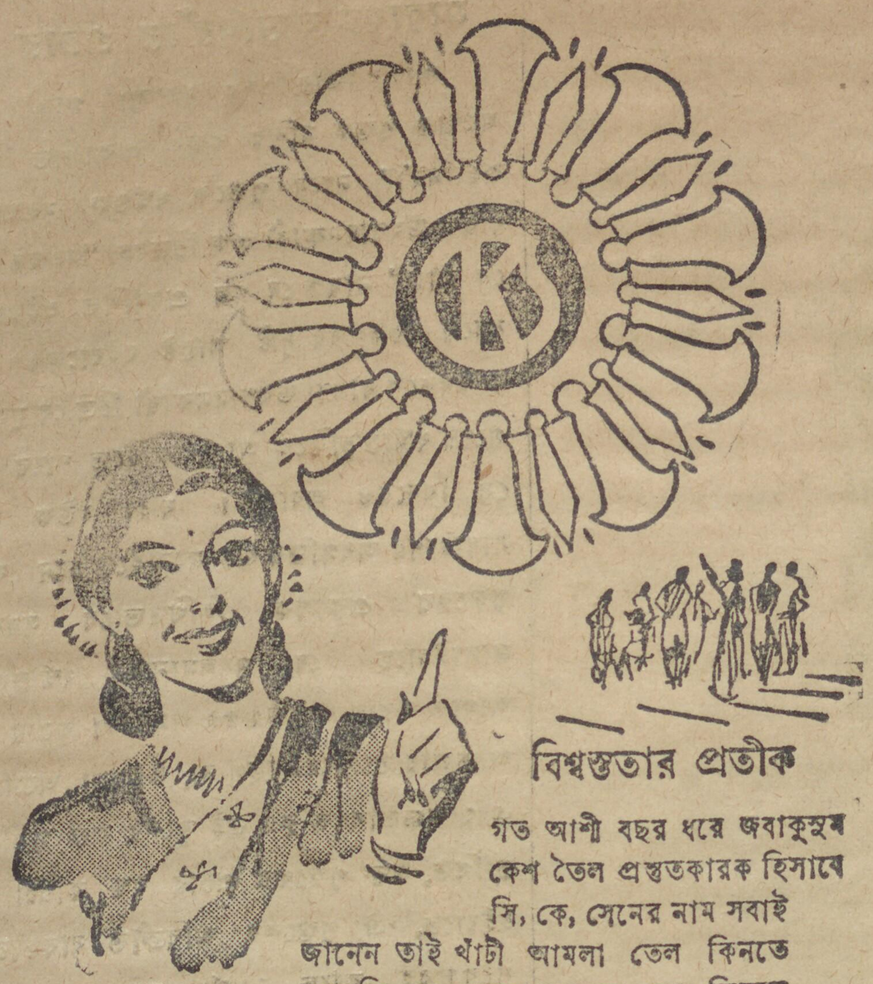

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোনঃ ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।